রাজশাহী সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

হ্যান্ডনোট

শ্রেণীঃ নবম ও দশম

বিষয়ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় (বিশ্বসভ্যতা)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ পাথরের যুগ কত প্রকার ও কি কি?
উঃ ২ প্রকার; যথাঃ
ক) পুরোপলীয় যুগ বা পুরাতন পাথরের যুগ এবং
খ) নবোপলীয় যুগ বা নতুন পাথরের যুগ

প্রঃ মিশরে প্রাক রাজবংশীয় যুগের সময়কাল লিখ।
উঃ খৃঃপূঃ ৫০০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালকে মিশরের প্রাক রাজবংশীয় যুগ বলা হয়।

প্রঃ উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) ও দক্ষিণ মিশর (দক্ষিণ মিশর) কখন একত্রিত হয়?
বা
মিশরে কখন থেকে রাজবংশের শাসন শুরু হয়?
উঃ খৃঃপূঃ ৩২০০ অব্দে

প্রঃ উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) ও দক্ষিণ মিশর (দক্ষিণ মিশর) কে একত্রিত করেন?
উঃ 'নারমার' বা 'মেনেস'

প্রঃ মিশরের প্রথম ফারাও এর নাম কী?
উঃ মেনেস

প্রঃ মিশরের রাজাদের কী নামে ডাকা হত?
উঃ ফারাও

প্রঃ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সমাপ্তি ঘটে কখন?
উঃ খৃঃপূঃ ৫২৫ অব্দে

প্রঃ মিশরীয় সভ্যতার স্থায়ীত্ব কতদিন ছিল?
উঃ প্রায় ২৫০০ বছরেরও বেশি (খৃঃপূঃ ৩২০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৫২৫ অব্দ পর্যন্ত)

প্রঃ প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশরের ছোট-ছোট নগরগুলোকে কী বলা হত?
উঃ নোম

প্রঃ 'মেনেস' মিশরের ছোট-ছোট অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করার পর কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন?
উঃ দক্ষিণ মিশরের (উচ্চ মিশর) 'মেম্ফিস' নামক স্থানে

মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান নিম্নরূপঃ

মিশরের..................

উত্তরেঃ ভূমধ্যসাগর
দক্ষিণেঃ সুদান ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ
পূর্বেঃ লোহিত সাগর
পশ্চিমেঃ সাহারা মরুভূমি

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ পেশার উপর ভিত্তি করে মিশরীয় সমাজকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
উঃ ৭ শ্রেণীতে; যথাঃ
১) রাজপরিবার
২) পুরোহিত
৩) অভিজাত
৪) লিপিকার
৫) ব্যবসায়ী
৬) শিল্পী
এবং
৭) কৃষক ও ভূমিদাস

প্রঃ মিশরীয়দের অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল?
উঃ কৃষির উপর অর্থাৎ প্রাচীন মিশর ছিল কৃষিপ্রধান দেশ

প্রঃ মিশরের রপ্তানি পণ্যগুলোর নাম লিখ।
উঃ গম, লিলেন কাপড়, মাটির পাত্র

প্রঃ মিশরের আমদানি পণ্যগুলোর নাম লিখ।
উঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ প্রভৃতি

প্রঃ নীল নদের উৎপত্তি হয়েছে কোথায় থেকে?
উঃ ‘ভিক্টোরিয়া’ লেক (হ্রদ) থেকে

প্রঃ মিশরকে নীল নদের দান বলেছেন কে?
উঃ হেরোডোটাস

প্রঃ মিশরীয় সূর্যদেবতাকে নাম কী ছিল?
উঃ ‘রে’ বা ‘আমন রে’

প্রঃ নীলনদের দেবতার নাম কী?
উঃ ওসিরিস

প্রঃ মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডের নাম কী?
উঃ ফারাও ‘খুফু’র পিরামিড

প্রঃ মিশরীয় লিপিকে কী বলা হয়?
উঃ ‘হায়ারেগিফিক’ বা ‘হায়রোগ্লিফিক’

প্রঃ ‘হায়ারেগিফিক’ শব্দের অর্থ কী?
উঃ ‘পবিত্র অক্ষর’ বা ‘পবিত্র লিপি’

প্রঃ মিশরীয় বর্ণমালায় মোট কয়টি বর্ণ ছিল?
উঃ ২৪ টি (ব্যঞ্জনবর্ণ)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ইংরেজি ‘পেপার’ শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
উঃ মিশরীয় শব্দ ‘প্যাপিরাস’ থেকে

প্রঃ ‘প্যাপিরাস’ কী?
উঃ কাগজ
(মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় একধরনের গাছ থেকে লেখার কাগজ তৈরি করত; এই কাগজের নাম ছিল ‘প্যাপিরাস’)

প্রঃ প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে কারা?
উঃ মিশরীয়রা

প্রঃ ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারক কারা?
উঃ মিশরীয়রা

প্রঃ কত সালে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়?
উঃ ১৯২২-১৯২৩ সালে

প্রঃ কার উদ্যোগে বা নেতৃত্বে সিন্ধুসভ্যতার খননকার্য চালানো হয়?
উঃ বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ ‘রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায়’ এর নেতৃত্বে

প্রঃ সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় কোন দুটি স্থানে?
উঃ ‘হরপ্পা’ ও ‘মহেঞ্জোদারো’ তে
(এছড়াও
ভারতঃ পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং গুজরাট
পাকিস্তানঃ পাঞ্জাব এবং সিন্ধু; অঞ্চলে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে)

প্রঃ ‘মহেঞ্জোদারো’ শব্দের অর্থ কী?
উঃ ‘মরা মানুষের ঢিবি’

প্রঃ সিন্ধু সভ্যতার আনুমানিক সময়কাল লিখ।
উঃ আনুমানিক সময়কাল খৃঃপূঃ ৩৫০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ১৫০০ অব্দ

প্রঃ সিন্ধু সভ্যতার সমাজ কয় ভাগে বিভক্ত ছিল?
উঃ ২ ভাগে; যথাঃ
ক) ধনী শ্রেণী (শহরে বাস করত)
এবং
খ) দরিদ্র শ্রেণী (গ্রামে বাস করত)

প্রঃ সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল?
উঃ কৃষিকাজ ও পশুপালনের উপর

প্রঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে মোট কতটি সিল পাওয়া গিয়েছে?
উঃ প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার)

প্রঃ গ্রিসের মহাকবি ‘হোমার’ এর লেখা মহাকাব্য দুটি’র নাম লিখ।
উঃ ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডেসি’

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ গ্রিক সভ্যতা কয় ভাগে বিভক্ত?

উঃ ২ ভাগে; যথাঃ

ক) ‘মিনিয়ন’ সভ্যতা (সময়কালঃ খৃঃপূঃ ৩০০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত)

এবং

খ) ‘মাইসিনিয়’ বা ‘এজিয়ান’ সভ্যতা (সময়কালঃ খৃঃপূঃ ১৬০০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ১১০০ অব্দ পর্যন্ত)

প্রঃ গ্রিক সভ্যতার সংস্কৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

উঃ ২ ভাগে; যথাঃ

ক) হেলেনিক (গ্রিক নগর এথেন্সকে কেন্দ্র করে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল)

এবং

খ) হেলেনিস্টিক (মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল)

প্রঃ বিশ্বে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় কোথায়?

উঃ গ্রিসে

প্রঃ গ্রিসে কার আমলে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ ‘পেরিক্লিস’ এর সময় (পেরিক্লিসের শাসনকালঃ খৃঃপূঃ ৪৬০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৪৩০ অব্দ পর্যন্ত; মোট ৩০ বছর)

প্রঃ কোন ২ টি নগর রাষ্ট্রের মধ্যে ‘পেলোপনেসিয়া’র যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উঃ নগর রাষ্ট্র ‘স্পার্টা’ ও ‘এথেন্সে’র মধ্যে (এতে স্পার্টা জয়লাভ করে)

প্রঃ ‘পেলোপনেসিয়া’র যুদ্ধ মোট কত বার সংঘটিত হয়েছিল?

উঃ ৩ বার (সময়কালঃ খৃঃপূঃ ৪৬০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৪০৪ অব্দ পর্যন্ত)

প্রঃ কত সালে নগর রাষ্ট্র এথেন্স স্পার্টার অধীনে চলে যায়?

উঃ খৃঃপূঃ ৩৬৯ অব্দে

প্রঃ মেসিডোনের রাজা ফিলিপ কত সালে থিবস দখল করেন?

উঃ খৃঃপূঃ ৩৩৮ অব্দে (এসময় থিবসের সাথে সাথে এথেন্সও মেসিডোনের অধীনে চলে যায়)

প্রঃ বিয়োগান্তক নাটকের জনক বলা হয় কাকে?

উঃ গ্রিক নাট্যকার ‘এসকাইলাস’ কে (তাঁর রচিত নাটকের নাম ‘প্রমিথিউস বাউন্ড’)

প্রঃ গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা হয় কাকে?

উঃ ‘সোফোক্লিস’ কে

(তিনি প্রায় ১০০ এর বেশি নাটক রচনা করেন; রাজা অয়াদিপাউস, আন্তিগোনে, ইলেকট্রা প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা)

প্রঃ থুকিডাইডিস’ এর লেখা গ্রন্থের নাম কী?

উঃ ‘দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র’

প্রঃ গ্রিক দেব-দেবীর সংখ্যা কত?

উঃ ১২

প্রঃ গ্রিক দেবতাদের রাজার নাম কী?

উঃ জিউস

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ গ্রিসের সূর্য দেবতার নাম কী?
উঃ এপোলো

প্রঃ গ্রিসের সাগর দেবতার নাম কী?
উঃ পোসিডন

প্রঃ গ্রিসের জ্ঞানের দেবীর নাম কী?
উঃ এথেনা

প্রঃ সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেণ কে?
উঃ থালেস

প্রঃ গ্রিক দার্শনিকদের একটি ক্রম দেখাও।
উঃ সক্রেটিস>প্লেটো>এরিস্টটল

প্রঃ সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন কারা?
উঃ গ্রিকরা

প্রঃ জ্যামিতির জনক কে?
উঃ ইউক্লিড

প্রঃ পিথাগোরাস কে ছিলেন?
উঃ গ্রিক গণিতবিদ

প্রঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক কে?
উঃ হিপোক্রেটস

প্রঃ মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস প্রমুখ কে ছিলেন?
উঃ গ্রিক ভাস্কর (ভাস্কর্য শিল্পী)

প্রঃ কোন নদীর তীরে রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল?
উঃ ইতালির ‘টাইবার’ নদীর তীরে

প্রঃ রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উঃ খৃঃপূঃ ৭৫৩ অব্দে

প্রঃ রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উঃ খৃঃপূঃ ৫১০ অব্দে

প্রঃ রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হয় কত সালে?
উঃ ৪৭৬ খৃস্টাব্দে

প্রঃ রোমান সভ্যতার স্থায়ীত্বকাল কত?
উঃ প্রায় ৬০০ বছর

প্রঃ কার নাম অনুসারে ‘রোম’ নগরীর নামকরণ করা হয়?
উঃ লাতিন রাজা ‘রোমিউলাস’ এর নাম অনুসারে

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সাত পাহাড়ের দেশ বা সাত নগরীর পর্বত বলা কোন শহরকে?
উঃ ‘রোম’ শহরকে

প্রঃ রোমে রাজতন্ত্রের যুগের সময়কাল লিখ।
উঃ খৃঃপূঃ ৭৫৩ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৫১০ অব্দ পর্যন্ত
(এই সময়কালে ৭ জন রাজা রোম শাসন করেন। এরপর থেকে প্রজাতন্ত্রের যুগ শুরু হয়)

প্রঃ রোমে প্রজাতন্ত্রের যুগের সময়কাল লিখ।
উঃ খৃঃপূঃ ৫১০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৬০ অব্দ পর্যন্ত

প্রঃ রাজতন্ত্র পতনের পর রোমান জনগণের মধ্যে কয়টি শ্রেণী তৈরী হয়?
উঃ ২ টি; যথাঃ
ক) প্যাট্রিসিয়ান (অভিজাত শ্রেণী) এবং খ) প্লিবিয়ান (সাধারণ নাগরিক)

প্রঃ রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ বলা হয় কোন সময়কে?
উঃ খৃঃপূঃ ১৪৬ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৪৬ অব্দ পর্যন্ত (প্রায় ১০০ বছর)

প্রঃ রোমান সাম্রাজ্যে দাসদের নেতা কে ছিলেন?
উঃ স্পার্টাকাস

প্রঃ স্পার্টাকাস কত সালে নিহত হন?
উঃ খৃঃপূঃ ৭১ অব্দে

প্রঃ শেষ রোমান রাজা কে?
উঃ রোমিউলাস অগাস্টুলাস

প্রঃ মহাকাব্য ‘ইনিড’ এর লেখক কে?
উঃ ভার্জিল

প্রঃ ‘কলোসিয়াম’ কী?
উঃ একটি নাট্যশালা

প্রঃ কলোসিয়াম কত সালে নির্মান করা হয়?
উঃ ৮০ খৃস্টাব্দে

প্রঃ কলোসিয়াম নাট্যশালার নির্মাতা কে?
উঃ রোমান সম্রাট ‘টিটাস’

প্রঃ কলোসিয়াম নাট্যশালার দর্শক ধারণ ক্ষমতা কত?
উঃ ৫৬০০

প্রঃ রোমানদের প্রধান দেবতার নাম কী ছিল?
উঃ জুপিটার

প্রঃ রোমান আইনের জনক কে?
উঃ জাস্টিনিয়ান
(তিনি খৃঃপূঃ ৫৪০ অব্দে ১২ টি ব্রোঞ্জ পাতে এ আইন লিপিবদ্ধ করেন; এটিই বিশ্বের প্রথম লিখিত আইন)

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ বিশ্বের কোন সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেনি?
উঃ গ্রিক সভ্যতা

প্রঃ বিশ্বের অধিকাংশ সভ্যতাগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল কেন? ব্যাখ্যা কর।
উঃ বিশ্বের অধিকাংশ সভ্যতাগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল নিম্নোক্ত কারণেঃ

@ প্রাচীনকালে অধিকাংশ নদীতেই বর্ষাকালে প্রচুর বন্যা হতো। যার ফলে নদীর দু'পাশের জমিতে পলিমাটি পড়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেতো। ফলে উর্বর জমিতে চাষাবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ হতো এবং ফসলের ফলনও ভালো হতো। তাই লোকজন নদীর তীরেই জনবসতি গড়ে তুলতো।
@ আবার চাষাবাদের জন্য জমিতে যে সেচের প্রয়োজন হতো, সেটারও একমাত্র উৎস ছিল নদী।
@ প্রাচীনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা আজকের মত এতটা উন্নত ছিল না। যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা এবং একমাত্র পথ ছিল নদীপথ। তাই নিজেদের চলাফেরা ও পণ্য-দ্রব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নিয়ে যাবার জন্য নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।
এছাড়াও কেউ মৎস্য আহরণ করে, কেউ বা খেয়া পার করে, আবার কেউ-কেউ নৌকা বা মাছ ধরার জাল তৈরী করে তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

সুতরাং উপর্যুক্ত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য স্থান হতে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে জীবন-যাপন করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজতর। তাই বিশ্বের অধিকাংশ সভ্যতাগুলোই নদীর তীরেই গড়ে উঠেছিল। যেমনঃ
@ মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল নদের তীরে
@ সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদীর তীরে
@ আবার রোমান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টাইবার নদীর তীরে

প্রঃ হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন কেন?
উঃ ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে নানান দেশ অতিক্রম করে নীলনদ মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে। নীল নদ না থাকলে মিশর মরূভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে প্রচুর বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরণের ফসল। যার ফলশ্রুতিতে নীল নদের দু'পাশে গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনবসতি। যাকে আমরা বলতে পারি মরূভূমির বুকে মরূদ্যান।

প্রঃ মিশরীয়রা মমি তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করেছিল কেন?
উঃ মিশরীয়রা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো এই যে, যদি মৃতদেহকে তাজা রাখা যায় তাহলে মৃত্যুর পর তারা পুনরায় আবার জীবিত হবে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তারা মমি তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করে এবং মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মিশরীয়রা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মমি তৈরীর কৌশল রপ্ত করেছিল।

প্রঃ মিশরীয়রা পিরামিড তৈরী করেছিল কেন?
উঃ মিশরীয়রা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো বিধায় তারা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র; যেমন- সোনা-রূপা বা অন্যান্য দামি অলঙ্কার প্রভৃতি মৃতদেহ তথা মমিগুলোর সাথে সমাহিত করতো। কিন্তু উক্ত সোনা-রূপা বা অলঙ্কারাদির লোভে অনেক অসাধু ব্যাক্তি সমাধিগুলো লুঠ করে সমাধিক্ষেত্র হতে মমির সাথে দেয়া উক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে যেত। এই পরিস্থিতি থেকে মমিগুলো তথা উক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করার জন্য মিশরীয়রা নতুন এক স্থাপত্য রীতির আবিষ্কার করে। যার নাম হল 'পিরামিড'। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, মিশরীয়রা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মমি তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করেছিল, আর মমিগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য আবিষ্কার করেছিল পিরামিড।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সিন্ধু সভ্যতার লোকদের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

উঃ সিন্ধু সভ্যতার লোকদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। কেননা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে কোন মন্দির বা মঠের চিহ্ন বা নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে এখানকার ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রায় ১৩ টি ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে যার অধিকাংশই নারী মূর্তি। এ থেকে ধারণা করা যেতে পারে তারা দেবীমূর্তির পূজা বা মাতৃপূজা করতো। তবে সিন্ধু সভ্যতার লোকজন যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এখানে আবিষ্কৃত কবরগুলোতে মৃতদেহের সাথে বিভিন্ন ধরণের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে।

প্রঃ এথেন্সে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কিভাবে?

উঃ এথেন্সে প্রথমদিকে ছিল রাজতন্ত্র। এরপর খৃঃপূঃ সপ্তম শতকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় অভিজাততন্ত্র। এভাবে কিছুদিন অভিজাততন্ত্রের শাসন চলাকালীন ‘সোলন’ নামক একজন অভিজাত গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করে বেশকিছু জনকল্যাণমূলক আইন পাস করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষকদের ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার মত আইন। সোলনের পর ‘পিসিসট্রেটাস’ ও ‘ক্লিসথেনিস’ নামক দুইজন অভিজাত ক্ষমতায় থাকাকালীন জনকল্যাণমূলক অনেক আইন পাশ করেন। ফলে এ পর্যায়ে এসে এথেন্স গণতন্ত্র অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে চূড়ান্তভাবে এথেন্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় খৃঃপূঃ ৪৬০ অব্দ থেকে খৃঃপূঃ ৪৩০ অব্দ সময়কালে পেরিক্লিসের ৩০ বছরের শাসনামলে।

প্রঃ ‘সফিস্ট’ কারা?

উঃ গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকদেরকে বলা হত ‘সফিস্ট’।

প্রঃ ত্রয়ী শাসন বলতে কী বোঝায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

উঃ দাসদের নেতা স্পার্টাকাস নিহত হবার পর রোমান সাম্রাজ্যে এক মহাবিশৃংখলা দেখা দেয়। এই সুযোগে সুযোগসন্ধানী তিনজন সামরিক নেতা পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যকে ৩ ভাগে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে শাসন করতে থাকেন। এটাই ইতিহাসে ত্রয়ী শাসন নামে পরিচিত।

নিম্নে উক্ত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচিতিসহ তাঁদের শাসিত বা অধিকৃত অঞ্চলসমূহের পরিচয় তুলে ধরা হলোঃ

@ অক্টোভিয়াস সিজারঃ ইতালিসহ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল ছিল এই শাসকের অধীনে

@ মার্ক এন্টনিঃ রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ছিল এই শাসকের অধীনে

@ লেপিডাসঃ আফ্রিকার প্রদেশসমূহ ছিল এই শাসকের অধীনে

প্রঃ রোমান আইনের বৈশিষ্টগুলো কেমন ছিল?

উঃ নিম্নে রোমান আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলোঃ

@ বেসামরিক আইনঃ লিখিত ও অলিখিতভাবে প্রচলিত এই আইন মান্য করা সকল নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

@ জনগণের আইনঃ সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। এই আইনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিষয়টি ছিল। তবে এতে দাস প্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে। যা এই আইনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত।

@ প্রাকৃতিক আইনঃ এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

প্রঃ স্পার্টানদের পেশা কী ছিল?

উঃ লুটতরাজ

উচ্চতর দক্ষতামুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সভ্যতায় মিশরীয়দের কি কি অবদান ছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

উঃ বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের আবদান নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ধর্মবিশ্বাসঃ মিশরীয়দের জীবনের অনেকটা জুড়েই ছিল ধর্মবিশ্বাস। মিশরীয়রা মনে করতো সূর্যদেবতা 'আমন রে' এবং নীল নদের দেবতা 'ওসিরিস' সম্মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও তারা বিভিন্ন জড়বস্তু এবং জীবজন্তুর পূজা করতো। মিশরীয়রা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো; যা তাদেরকে মমি ও পিরামিড তৈরী করতে উৎসাহিত করেছে।

শিল্পঃ মিশরীয়দের শিল্পের একটি অনন্য দিক ছিল চিত্রশিল্প। বিভিন্ন মিশরীয় স্থাপনা; যেমন-সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ীর দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা অসাধারণ সব ছবি পাওয়া যায়। এসব ছবির মধ্যে সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এছাড়াও কারুশিল্পেও মিশরীয়দের দক্ষতা ছিল। যার প্রমান পাওয়া যায় তাদের ব্যবহৃত আসবাব ও তৈজসপত্রসহ মৃৎপাত্র প্রভৃতিতে।

ভাস্কর্যঃ ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের অবদান ছিল অতুলনীয়। যার প্রমান পাওয়া যায় বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলোর মধ্যে। মিশরীয়দের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে স্ফিংকস। এটি এমন এক ভাস্কর্য যার দেহটা হচ্ছে সিংহের মত আর মুখটা মানুষের মত।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজের আবিষ্কারঃ মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় একপ্রকার গাছ থেকে লিখার জন্য কাগজ বানাতো। যার নাম ছিল 'প্যাপিরাস'। এই প্যাপিরাস থেকে ইংরেজি 'পেপার' শব্দটি এসেছে। মিশরীয়দের নিজস্ব বর্ণমালা ছিল; যাতে ২৪ টি ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল। তবে তাদের বর্ণগুলো ছিল চিত্রভিত্তিক। এই চিত্রভিত্তিক বর্ণগুলোকে বলা হয় 'হায়রেগিফিক' বা পবিত্র অক্ষর।

বিজ্ঞানঃ জ্যোতিষশাস্ত্র ও অঙ্কে মিশরীয়দের পারদর্শীতা ছিল উল্লেখযোগ্য। মিশরীয়রা যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানতো। বিশ্বে সর্বপ্রথম তারাই সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এই তত্ত্বও মিশরীয়দের সৃষ্টি। এ ছাড়াও তারা সময়ের হিসাব রাখার জন্য জলঘড়ি, ছায়াঘড়ি ও সূর্যঘড়ি আবিষ্কার করেছিল। মমি তৈরীর মাধ্যমে তারা রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শীতা দেখিয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাদের অবদান ছিল; যেমন-তারা চোখ, দাঁত ও পেটের রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে হাড় জোড়া লাগাতে পারতো। তারা হৃৎপিন্ডের গতি ও নাড়ীর স্পন্দন নির্ণয় করতেও জানতো।

প্রঃ প্রমান কর যে, মিশরীয় সভ্যতা ও মিশরীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে।

উঃ মিশরীয়দের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল ধর্মবিশ্বাস। মিশরীয়রা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো এই যে, যদি মৃতদেহকে তাজা রাখা যায় তাহলে মৃত্যুর পর তারা পুনরায় আবার জীবিত হবে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তারা মমি তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করে এবং মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মিশরীয়রা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মমি তৈরীর কৌশল রপ্ত করেছিল। মিশরীয়রা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো বিধায় তারা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিসপত্র; যেমন- সোনা-রূপা বা অন্যান্য দামি অলঙ্কার প্রভৃতি মৃতদেহ তথা মমিগুলোর সাথে সমাহিত করতো। কিন্তু উক্ত সোনা-রূপা বা অলঙ্কারাদির লোভে অনেক অসাধু ব্যাক্তি সমাধিগুলো লুঠ করে সমাধিক্ষেত্র হতে মমির সাথে দেয়া উক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে যেত। এই পরিস্থিতি থেকে মমিগুলো তথা উক্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষা করার জন্য মিশরীয়রা নতুন এক স্থাপত্য রীতির আবিষ্কার করে। যার নাম হল 'পিরামিড'। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, মিশরীয়রা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মমি তৈরীর কৌশল আবিষ্কার করেছিল, আর মমিগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য আবিষ্কার করেছিল পিরামিড।

এভাবে তারা মমি ও পিরামিড ছাড়াও স্ফিংকসের মত স্থাপত্য তৈরী করেছিল তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে। এছাড়াও মিশরীয়দের চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পকলাতে ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। তাই বলা চলে যে, মিশরীয় সভ্যতার অনেকটাই গড়ে উঠেছিল তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে।

উচ্চতর দক্ষতামুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ বিশ্বসভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার অবদান কি কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

উঃ বিশ্বসভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার আবদান নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

নগর পরিকল্পনাঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এই দুই প্রত্নস্থল খনন করে সিন্ধু সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগর সভ্যতা। সেখানকার ঘর-বাড়ি সবই ছিল পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরী। সিন্ধু সভ্যতার প্রধান দুটি নগরী হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো গড়ে তোলা হয়েছিলো একই রকমের পরিকল্পনা করে। এই দুই নগরীর রাস্তা-ঘাট ছিল পাকা। রাস্তাগুলো সোজা ও প্রসস্ত ছিল। রাস্তার ধারে ছিল সারি-সারি ল্যাম্পপোস্ট। নগরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য সেখানে ছোট-ছোট অনেক নর্দমা ছিল। এসব নর্দমাগুলো আবার বড় নর্দমাগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। বড় নর্দমাগুলো আবার গিয়ে শেষ হয়েছে সিন্ধু নদীতে। অর্থাৎ এখানকার পয়োঃনিস্কাষণ প্রণালী ছিল বেশ চমকপ্রদ।

পরিমাপ পদ্ধতিঃ সিন্ধু সভ্যতার লোকজন প্রায় সবধরনের জিনিসই পরিমাপ করতে পারতো। কেননা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে বেশ কিছু বাটখারা ও দাগকাটা স্কেল পাওয়া গিয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তারা বিভিন্ন জিনিস ওজন করার পাশাপাশি দৈর্ঘ, প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম-কানুন শিখেছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে বিবেচিত।

শিল্পঃ সিন্ধুবাসীরা কুমারের চাকার ব্যবহার জানতো বলে সেখানে খুব উচ্চমানের মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছিল। মাটি দিয়ে তারা খুব সুন্দর মাটির পাত্র বানাতো এবং সেগুলোর গায়ে নানান রকম নকশাও আঁকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। সন্ধু সভ্যতার লোকজন লোহার ব্যবহার না জানলেও তারা তামা ও টিনের সংমিশ্রনে কাঁসা তৈরী করেছিল। এসব ধাতু ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন তৈজসপত্র, অস্ত্র এবং অলঙ্কার তৈরী করতো। এছাড়াও সোনা, রূপা, তামা, ইলেকট্রাম ও ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর মাধ্যমে তারা আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার বানাত। তবে ধাতু ছাড়াও তারা দামী পাথরের তৈরী অলঙ্কার তৈরী করতে পারত।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যঃ নগর পরিকল্পনার পাশাপাশি নগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থাপত্যও ছিল সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষ চমকপ্রদ দিক। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরের অভ্যন্তরে দুই-তিন তলা ঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নগর দুটিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ি থেকে শুরু করে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে ৮০ বর্গফুট আয়তনের মিলনায়তন ছিল। হরপ্পাতে বিশাল আকারের শস্যাগার ছিল। মহেঞ্জোদারোতে একটি বৃহৎ স্নানাগার পাওয়া গিয়েছে যার মাঝখানে ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী চৌবাচ্চা।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে ১৩ টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। আরো পাওয়া গিয়েছে চুনাপাথরে তৈরী একটি মূর্তির মাথা এবং নৃত্যরত একটি নারী মূর্তি। এছাড়াও মাটির তৈরী ছোট-ছোট মানুষ ও পশুমূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের সিলমোহর থেকে বোঝা যায় যে, সেগুলো ধর্মীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত হতো।

প্রঃ **"সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা আধুনিক নগর পরিকল্পনার সদৃশ"- উক্তিটির যথার্থতা প্রমান কর।**

উঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এই দুই প্রত্নস্থল খনন করে সিন্ধু সভ্যতার যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তাতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগর সভ্যতা। সেখানকার ঘর-বাড়ি সবই ছিল পোড়ামাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরী। সিন্ধু সভ্যতার প্রধান দুটি নগরী হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো গড়ে তোলা হয়েছিলো একই রকমের পরিকল্পনা করে। এই দুই নগরীর রাস্তা-ঘাট ছিল পাকা। রাস্তাগুলো সোজা ও প্রসস্ত ছিল। রাস্তার ধারে ছিল সারি-সারি ল্যাম্পপোস্ট। নগরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য সেখানে ছোট-ছোট অনেক নর্দমা ছিল। এসব নর্দমাগুলো আবার বড় নর্দমাগুলোর সাথে যুক্ত ছিল। বড় নর্দমাগুলো আবার গিয়ে শেষ হয়েছে সিন্ধু নদীতে। অর্থাৎ এখানকার পয়োঃনিস্কাষণ প্রণালী ছিল বেশ চমকপ্রদ।হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরের অভ্যন্তরে দুই-তিন তলা ঘরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নগর দুটিতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ি থেকে শুরু করে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে ৮০ বর্গফুট আয়তনের মিলনায়তন ছিল। হরপ্পাতে বিশাল আকারের শস্যাগার ছিল। মহেঞ্জোদারোতে একটি বৃহৎ স্নানাগার পাওয়া গিয়েছে যার মাঝখানে ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী চৌবাচ্চা।

সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলোর বৈশিষ্টগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা একেবারেই আধুনিক একটি শহরের বৈশিষ্টে মোড়া।

উচ্চতর দক্ষতামুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান কি কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

উঃ বিশ্বসভ্যতায় গ্রিকদের আবদান নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

শিক্ষাঃ স্বাধীন গ্রিসের অধিবাসীরা তাদের ছেলেদের ৭ বছর বয়স থেকে পাঠশালায় পাঠাত। ধনী গ্রিকদের ছেলেদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। তবে মেয়েদের পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ ছিলোনা। কারিগর ও কৃষকদের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেলেও দাসদের ছেলেদের জন্য পাঠশালায় যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

গ্রিক সভ্যতার প্রথম দিকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও পরবর্তীতে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। তখন দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সাহিত্যঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান ছিল সর্বাধিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাকবি হোমারের লেখা মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসির কথা। বিয়োগান্তক নাটকের জনক এসকাইলেসের লেখা প্রমিথিউস বাউন্ড, সোফোক্লিসের লেখা আন্তিগোনে ও ইলেকট্রা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও ইউরিপিদিস, এরিস্টোফেনেস প্রমুখ নাট্যকারগণ ছিলেন প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ইতিহাসঃ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও গ্রিকরা ছিল অগ্রগামী। গ্রিক পন্ডিত হেরোডোটাস খৃঃপূঃ পঞ্চম শতকে গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে 'হিস্টরিয়া' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত তখন থেকেই লিখিত ইতিহাস রচনার চর্চা শুরু হয়। আবার আরেকজন গ্রিক পন্ডিত থুকিডাইডেস এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ববাসীকে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহসাসের ধারণা দেন।

ধর্মঃ গ্রিকরা বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করত। তাদের ১২ টি দেব-দেবী ছিল। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। এপোলো ছিলেন সূর্যের দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা এবং এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। ১২ জনের মধ্যে এই ৪ জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। ডেলোস দ্বীপের ডেলফির মন্দির ছিল গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠ উপাসনালয়। এখানে সূর্যদেবতা এপোলোর পূজা করা হতো।

দর্শনঃ সাহিত্যের ন্যায় দর্শনের ক্ষেত্রেও গ্রিকরা ছিল এক ও অদ্বিতীয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ও তার ব্যাখা খুঁজতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ। এদের মধ্যে সক্রেটিস ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই ছিল তাঁর শিক্ষার মূল দিক।

বিজ্ঞানঃ আনুমানিক ৬০০ খৃস্টপূর্বাব্দে গ্রিসে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেছিল গ্রিকরা। গ্রিক পন্ডিত থালেস সর্বপ্রথম র্সুযগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এভাবে গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের যে নিজস্ব আলো নেই সেটাও গ্রিকদের আবিষ্কার। বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রাকৃতিক কারণেই হয়ে থাকে, সেটা জিউসের ক্রোধের কারণে ঘটেনা তা গ্রিক জ্যোতির্বিদরা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এছাড়াও জ্যামিতিশাস্ত্রে ইউক্লিডের, গণিতে পিথাগোরাসের এবং চিকিতসাশাস্ত্রে হিপোক্রেটসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যঃ উপরের বিষয়গুলো ছাড়াও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে গ্রিকদের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথেনার মন্দির প্রাচীন গ্রিক স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন।

খেলাধুলাঃ খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দিকেও গ্রিকদের ঝোঁক ছিল প্রবল। দেবতা জিউসের সম্মানে গ্রিকরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হত। আধুনিক অলিম্পিক খেলার প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে।

উচ্চতর দক্ষতামুলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ সভ্যতায় রোমানদের অবদান কি কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর।

উঃ বিশ্বসভ্যতায় গ্রিকদের আবদান নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

শিক্ষাঃ রোমান বীরদের বীরত্বগাঁথা স্মৃতিকথা বর্ণনা করাই ছিল রোমান শিক্ষার অন্যতম প্রধান দিক। তবে উচ্চ শ্রেণীর রোমানরা গ্রিক ভাষা শিখতেন। ফলে তারা গ্রিক সাহিত্যগুলোকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করতে সক্ষম হন। রোমের অভিজাত পরিবারের ছেলেরা গ্রিসের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত।

সাহিত্যঃ রোমান সাহিত্যিক প্লুটাস ও টেরন্স মিলনাত্মক নাটক রচনার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। সম্রাট অগাস্টাস সিজারের সময় হোরাস ও ভার্জিলের মত কবিদের আবির্ভাবের কারণে এ সময় রোমান সাহিত্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড'; যা বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে তা রোমান সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। এছাড়াও ওভিদ ও লিভির মত খ্যাতনামা কবিগণ ছিলেন প্রাচীন রোমের অধিবাসী। তবে লিভি কবি হয়েও একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও ঐতিহাসিক হিসেবে ট্যাসিটাসের নামও উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্যঃ রোমান স্থাপত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এগুলোর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরী ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন এবং সম্রাট টিটাসের তৈরী কলোসিয়াম রোমান স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

বিজ্ঞানঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান খুব একটা ছিলনা। তবে রোমান বিজ্ঞানি প্লিনি প্রায় পাঁচশ বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্মকে একত্রিত করে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। যা বিজ্ঞানচর্চায় পরবর্তীকালে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়াও বিজ্ঞানী সেলসাস ও গ্যালেন রূফাসে চিকিৎসা শাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

ধর্মঃ গ্রিক ধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল রোমান ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল। যে কারণে অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। তাই গ্রিকদের মত রোমানরাও বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করত এবং তারা পরকালে বিশ্বাস করত না। রোমানদের প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য দেব-দেবীর মধ্যে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভালকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অগাস্টাস সিজার ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে অর্থাৎ নিজেকেই ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তাকে পূজা করার রীতি চালু করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে রোমে খৃস্টধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং সম্রাট কন্সটানটাইনের সময় খৃস্টধর্ম রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত হয়।

দর্শনঃ অনুমান করা হয় রোমান দর্শন গ্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তথাপিও দার্শনিক প্যানেটিয়াস রোমে স্টোইকবাদ নামক এক নতুন ধারার দর্শনের সুত্রপাত ঘটান। অন্যান্য দার্শনিকদের মধ্যে সিসেরো ও লুক্রেটিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইনঃ বিশ্বসভ্যতায় রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। খৃঃপূঃ পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সাজাতে সক্ষম হয়। রোমান আইনের জনক বলা হয় সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে। সর্বপ্রথম বিশ্বে তিনিই খৃঃপূঃ ৫৪০ অব্দে ১২ টি ব্রোঞ্জপাতে আইনগুলো খোদাই করে লিপিবদ্ধ করেন। যা বিশ্বের প্রথম লিখিত আইন হিসেবে বিবেচিত। নিচে রোমান আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টগুলো তুলে ধরা হলোঃ

@ বেসামরিক আইনঃ লিখিত ও অলিখিতভাবে প্রচলিত এই আইন মান্য করা সকল নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

@ জনগণের আইনঃ সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। এই আইনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিষয়টি ছিল। তবে এতে দাস প্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে। যা এই আইনের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচিত।

@ প্রাকৃতিক আইনঃ এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

প্রঃ কোন সভ্যতা কোন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিল?

উঃ নিম্নে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত সভ্যতাগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ তুলে ধরা হলোঃ

@ মিশরীয় সভ্যতাঃ মিশরীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল **স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে।**

@ সিন্ধু সভ্যতাঃ সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল **নগর পরিকল্পনায়।**

@ গ্রিক সভ্যতাঃ গ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল **সাহিত্য, দর্শন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়।**

@ রোমান সভ্যাতাঃ রোমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল **আইন প্রণয়নে।**